গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(ত্রাণ কর্মসূচি-২ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : **মো: শাহ্ কামাল**
সিনিয়র সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ৩১ মার্চ ২০১৯খ্রি.।
সময় : দুপুর ১২.০০টা ।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ,বিভাগীয় কমিশানারগণ, সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-সচিববৃন্দএবংমন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজন করা হলো। যুগ্মসচিব (ত্রাক-২) গত সভার (৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি.) কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

সভাপতি বলেন, চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/কাবিখা ও টি.আর কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ ও খাদ্যশস্য হতে নির্বাচনী এলাকা ও সাধারণ খাতে ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ ও খাদ্যশস্য ছাড় করা হয়েছে। তিনি ছাড়কৃত অর্থ/ খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত কর্মসূচিসমূহ/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অত:পর কার্যপত্র অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আলোচ্যসূচি:১

বিগত ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী কোনো প্রকার সংশোধনব্যতিরেকে দৃঢ়ীকরণ(confirmed)করা হয় (পরিশিষ্ট-খ)।

আলোচ্যসূচি:২.১-কাবিটা/টিআর কর্মসূচি সম্পর্কিত:

সভাপতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো কর্মসূচি (কাবিটা) ও গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) কর্মসূচির ১ম ও ২য় কিস্তির বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ/ খাদ্যশস্য দ্বারা প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে অনুরোধ জানান। আলোচনায় অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ) ১ম ও ২য় কিস্তির ছাড়কৃত অর্থে/খাদ্যশস্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে সভায় আলোচনা করেন। এ সময় বিভাগীয় কমিশনার , রাজশাহী ও সিলেট বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ২য় কিস্তির প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে। যুগ্মসচিব(ত্রাক-২) সভায় চলতি অর্থ বছরে কাবিখার বরাদ্দ দিয়ে নির্মাণকৃত রাস্তায় তালবীজ রোপনের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে তালবীজ রোপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে জেলা প্রশাসকদের প্রেরণ নিশ্চিত করতে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অনুরোধ করেন। পাশাপাশি সোলার সিস্টেম কার্যক্রম তদারকির জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতি বলেন, টি.আর ও কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের অর্থ দিয়ে স্থানীয় চাহিদা ও জেলা প্রশাসকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিশেষ বরাদ্দের পরিবর্তে উক্ত অর্থ দিয়ে প্রতি জেলায় অতি দরিদ্র পরিবারের জন্য আধুনিক ও দুর্যো সহনীয় ঘর/বাসগৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (ত্রাক-২) বলেন, প্রতিটি ঘর/বাসগৃহ ২,৫৮,৫৩১/- টাকায় নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ঘর প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ৮০০ বর্গফুট জায়গা/লিজে পাওয়া, সহকারী কমীশনার (ভূমি) কর্তৃক জমির মালিকানার প্রত্যয়ন থাকবে। বরাদ্দ মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হবে। জেলা প্রশাসকগণ ঐ জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও দারিদ্রতা অনুপাতে ঘর বন্টন করবেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(ক) বিভাগীয় কমিশনারগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে তদারকিপূর্বক যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।
(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলার কার্যক্রমের ওপর বিভাগীয় কমিশনারগণ একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
(গ) কাবিটা/কাবিখা প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তায় তালবীজ রোপনের হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনারগণ নিশ্চিত করবেন।

অপর পাতা দ্র.

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, অতি:সচিব (ত্রাণ), বিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং জেলা প্রশাসক (সকল)।

আলোচাসূচি ২.২-সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন:

সভাপতি বলেন, 'গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার (কাবিটা/টি.আর নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় ইডকল পার্টনার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প বাস্তবায়ন' নির্দেশনা মোতাবেক ৫০% অর্থে Solar System কার্যক্রম চলমান আছে। অতিরিক্ত সচিব(ত্রাণষ) বলেন, এ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় সদস্যবৃন্দ সোলার সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, স্থাপনকৃত সোলার সিস্টেম গুলো সহসাই খারাপ হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সিস্টেম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্টনার অর্গানাইজেন (পিও) এর বিরুদ্ধে সুনিদিষ্ট অভিযোগ থাকলে সেটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দকে অনুরোধ করেন। বিভাগীয় কমিশনার,রাজশাহী বলেন, সুনিদিষ্ট অভিযোগ না থাকলে ব্যবস্থা নেয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে কখনও সুনিদিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যুগ্মসচিব (ত্রাক-২) বলেন, সম্প্রতি জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও কর্মকর্তাদের নিকট ও অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ২/১টি বাদে বাকী সব সিস্টেম সুন্দরভাবে চলছে। স্থাপনকৃত Street light পরিদর্শনে গিয়ে সচল পাওয়া গিয়েছে। সিস্টেমগুলো সুন্দর পরিচালনায় বিভাগীয় কমিশনারগণের দুষ্টি আকর্ষণ করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(১) সোলার সিস্টেম কার্যক্রম সঠিক ও মানসম্মত উপায়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, বিভাগীয় কমিশনারগণ তা তদারকি করবেন।
(২) সোলার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করতে বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: অতি:সচিব (ত্রাণ), মহাপরিচালক, দুব্যঅ, সকল বিভাগীয় কমিশনারএবং জেলা প্রশাসকগণ।

আলোচ্যসূচি: ২.৩- ভিজিএফ কর্মসূচি সম্পর্কিত:

সভাপতি জানান, জেলা প্রশাসকগণের নিকট জি.আরচাউল রিজার্ভ রাখা হয়। জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ নীতিমালা অনুযায়ী বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। বিতরণ কার্যক্রম যথাযথ করতে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। বিভাগীয় কমিশনার সিলেট বলেন, বর্তমানে উপকারভোগীদেরকে ৩০ কেজি ওজনের প্যাকিং করা ব্যাগে ভিজিএফ এর চাউল দেয়া হচ্ছে। সে কারণে চাউল কম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(ক) ভিজিএফ চাল যথাযথভাবে বিতরণ নিশ্চিতকরণসহযে কোন অনিয়মের অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ খতিয়েদেখবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: অতি:সচিব (ত্রাণ), মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবংবিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

আলোচ্যসূচি: ২.৪- ঢেউটিন, গৃহবাবদ মঞ্জুরী, জি.আর খাদ্যশস্য, জি.আর ক্যাশইত্যাদি বিতরণ:

সভাপতি এ বিষয়ে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করেন। এ ছাড়া বিগত অর্থ বছরে জেলাসমূহে রক্ষিত পুরাতন ঢেউটিন (যদি থাকে) বিভাগীয় কমিশনারগণ নীতিমালা মোতাবেক বিতরণের ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মোতাবেক বাস্তব প্রয়োজনীয়তা (Need based) বিবেচনায় বরাদ্দ দিতে হবে। বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী বলেন, ২/১ টি টিন বিতরণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করে বাস্তবতা নিরীখে ঢেউটিন বরাদ্দের পরামর্শ প্রদান করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রাপ্যতার অগ্রাধিকার যাচাই করে ঢেউটিন প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: অতি:সচিব (ত্রাণ), মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবংবিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং জেলা প্রশাসক (সকল)।

অপর পাতা দ্র.

আলোচ্যসূচি: ২.৫- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি সম্পর্কিত:

চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে EGPP খাতে ১৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। এ অর্থ বছরে ১ম কিস্তিতে ইতোমধ্যে ৮২৮.৬১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, এ প্রকল্পের অর্থে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকেন। তিনি এ প্রকল্পের অর্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ হয় না মর্মে সভায় মতামত দেন। এ প্রকল্পে কিভাবে কাজ হয়, উপকারভোগী কি পায়, কিভাবে অর্থ পরিশোধ হয় এসব বিষয়ে নিবিড় তত্ত্বাবধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো কর্মহীন সময়ে কাজের মাধ্যমে উপকারভোগীগণ সরাসরি অর্থ প্রাপ্ত হন। কিন্তু অনেক সময় মধ্যসত্বভোগী সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বিভাগীয় কমিশনারগণ এসব প্রকল্পের খোঁজ খবর নিলে এধরণের অনিয়ম, দুর্নীতি থাকবে না এবং প্রকল্পের কাজের মান ভালো হবে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(১) EGPP কর্মসূচি যথাযথভাবে তদারকিপূর্বক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

আলোচ্যসূচি: ২.৬-অন্যান্য প্রকল্প সম্পর্কিত:

সভাপতি বলেন, ২০১৮-২০২২ সময়ে দেশে ১৫০৭৪৩.০০ লক্ষ টাকায় ৪২৩ টি বহুমুখী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ১৩,০০০ ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ এবং ১২৩৮.২৭ কোটি টাকায় ৩১৪৫.৫০ কিলোমিটার রাস্তা হেরিং বোন বন্ড প্রকল্প নির্মাণ/বাস্তবায়ন করা হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন/নির্মাণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তদারকীর বিষয়ে জেলা প্রশাসকদেরকে নির্দেশনা দেয়ার জন্য তিনি বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(ক) বিভাগীয় কমিশনারগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:বিভাগীয় কমিশনার (সকল)এবং প্রকল্প পরিচালক।

আলোচ্যসূচি: ২.৮- সিপিপি সম্পর্কিত:

সভাপতি সিপিপি'র কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে পরিচালনার বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসংগে অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি) জানান যে, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশালে অনুষ্ঠিত গত ২৩/১১/২০১৭ তারিখের সভায় এবং গত ০৫/১২/২০১৭ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিপিপি'র উপ-পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, সিপিপি'র কার্যক্রম বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ নিয়মিত তদারকি করছেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(ক) বিভাগীয় কমিশনারগণ সিপিপির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও তদারকি অব্যাহত রাখবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং পরিচালক (প্রশাসন), সিপিপি।

আলোচ্যসূচি: ২.৯ বাংলাদেশে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (রোহিংগা জনগোষ্ঠী) সম্পর্কিত।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদেরকে তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ধারাবাহিকতায় উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের একটি Joint Working Group (JWG) গঠন করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম উল্লিখিত JWG এর একজন সদস্য। সভাপতি বলেন, দেশে অবস্থানকারী রোহিংগাদের মধ্যে ১(এক) লক্ষ রোহিংগাকে শ্রীঘই নোয়াখালী জেলার ভাষাণচরে স্থানান্তর করা হবে।

অপর পাতা দ্র.

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(ক) বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকগণ (রোহিংগা জনগোষ্ঠী) যেন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হতে না পারে সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম,অতিরিক্ত সচিব (শরণার্থী বিষয়ক সেল), দুব্যত্রাম ও আর আর আর সি অফিস, কক্সবাজার।

আলোচ্যসূচি: ২.১০-অডিট সম্পর্কিত:

সভাপতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ ও সিভিল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।সকল বিভাগে উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ করে জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি বিভাগীয় কমিশনারগণের সহযোগিতা কামনা করেন। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি/ ২০১৯ মাসে ৮ বিভাগে ১৩৫ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। এতে সম্পৃক্ত টাকার পরিমাণ ২৩২.৫৫ লক্ষ টাকা।অবশিষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(ক) অডিটকার্যক্রমঅব্যাহতরাখাসহঅডিটআপত্তিনিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর এর বিভাগীয় কমিশনারগণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহাপরিচালক,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: অতি:সচিব (প্রশাসন),দুব্যত্রাম;মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;বিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং জেলা প্রশাসক (সকল)।

আলোচ্যসূচি: ২.১১জমি সম্পর্কিত:

সভাপতি বলেন, দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জমির ব্যাপারে দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচনা হলেও উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয় নাই। এ বিষয়েমহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বলেন, ১১টি জেলা থেকে জমির তথ্য পায়া যায়। জমিগুলোর রেকর্ড হালনাগাদ করা হয় নাই। সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারদেরকে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, দিনাজপুর, মেহেরপুর, ভোলা, লালমনিরহাট, ঝিনাইদহ, নীলফামারী ও সিলেট থেকে তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া অবৈধ দখলে থাকা জমি উচ্ছেদ করে দখল গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে ত্বড়িৎ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

(ক) যে সকল জেলা হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর জমি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি বিভাগীয় কমিশনারগণ সেসব জেলার জেলা প্রশাসকদের পূর্বের প্রদত্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করবেন। তালিকায় জমির মৌজা, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর ও কোন মামলার সূত্র উল্লেখ থাকতে হবে।

(খ) বিভাগীয় কমিশনারগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জমির রেকর্ড অধিদপ্তরের নামে হাল-নাগাদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(গ) ২৮টি জেলার প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জমি রেকর্ডকরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং সকল জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

(ঘ) মন্ত্রণালয়ের মালিকাধীন অবৈধ দখলীয় জমি উচ্ছেদের পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১১.০৪.২০১৯ খ্রি.
(মো: শাহ্ কামাল)
সভাপতি

অপর পাতা দ্র.

স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.০০৬.০০৯.১৮.২২১ তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৬ ব./ ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি.।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতারক্রমানুসারে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ ত্রাণ/ সিপিপি/ ত্রাণ প্রশাসন/ প্রশিক্ষণ ও এপিএ/সমন্বয় ও সংসদ, মিডিয়া সেল/ অডিট/ দুব্যক-১ /দুব্যক-২/দুব্যক-৩ ও আইন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা। (অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে কার্যবিবরণীটি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রংপুর/বরিশাল/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/ময়মনসিংহ।

০৪। যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ সেবা/ এনডিআরসিসি/ অডিট/ আইন/ শ্বরণার্থী সেল/ প্রশাসন ও কল্যাণ কর্মকর্তা/প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৫। পরিচালক (প্রশাসন), ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, ৪৮৪-৪৮৬, বড়মগবাজার, ঢাকা।

০৬। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

০৮। উপ-সচিব, দুব্যক-১,২/অডিট/ সিপিপি/ ত্রাণ-১/ ত্রাণ প্রশাসন/ প্রশাসন/ এনডিআরসিসি/ সমন্বয় ও সংসদ/বাজেট,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৯। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১০। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১২। সিষ্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও ই-মেইলে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনারগণ এবং অন্যান্যদেরকে জরুরি প্রেরণের জন্য)।

১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (ত্রাণ-১/শরনার্থী সেল/ পরিকল্পনা-১/২), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩০/০৪/১৯

(এ কে এম টিপু সুলতান)
যুগ্মসচিব (ত্রাক-২)।
ফোন: ৯৫৪০১৪৩
jsrelief2@modmr.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখ দুপুর ১২.০০-০১.০০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় কর্মকর্তাগণের উপস্থিতির বিবরণী।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস/ দপ্তরের নাম	ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
০১.	[illegible] অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	বিভাগীয় কমিশনার অফিস, চট্টগ্রাম	০১৭৬৬৬১১১১৫	
০২.	মোঃ নূর-উর-রহমান বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী।	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী	০১৭১৩২০২০৪০.	
০৩.	মোহম্মদ মোস্তাক উদ্দিন চৌধুরী বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট	০১৭১৩০৩৩০০০	
০৪.	কে. এম. [illegible] অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা	০১৭১১৮০২১৮০	৩১/৩/১৯
০৫.	[illegible] অতি: বিভা: কমিশনার (রা.) খুলনা	বিভাগীয় কমিশনার অফিস, খুলনা	০১৭১২-৭৬৬৫১৬	৩১/০৩/১৯
০৬.	আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ অতি: কমিশনার, রংপুর	বিভাগীয় কমিশনার অফিস, রংপুর	০২১২৬৮৭৯২২৯	৩১.৩.১৯
০৭.	মোঃ [illegible] আলম সেখ অতি: বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল	01711 58 16 78	৩১/৩/২০১৯
০৮.	আলী রেজা মজিদ যুগ্ম সচিব	দুব্যবাম	01716187443	31/03
০৯.	[illegible]	দুমমন্ত্র	01722447194	31.3.19
	মো: [illegible] [illegible]	[illegible]	01712810679	31.3.19
১১	ড. মো: [illegible] আনোয়ার অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ প্রশাসন)	MODMR	01712-235798	৩১.৩.১৯
১২	মো: [illegible] অতি: সচিব	[illegible]	01711377384	
১৩	[illegible] অতি: সচিব	[illegible]	01711967774	৩১.৩.১৯
	মো: [illegible] [illegible]	DDM	01711966019	৩১.৩
	সৈয়দ মো: [illegible] উপসচিব (ত্রাণ-১)	দু:ব্য:ত্রাণ মন্ত্রণালয়,	০১৭১১৮৩৬৬৩৬	
	মো: আমিনুল ইসলাম উপসচিব (বাজেট)	MODMR	01711889295	A. Islam
	মোমেনা [illegible] উপসচিব MODMR	MODMR	01712113380	

ড. মো: [illegible]
অতি: সচিব   [illegible]   01715234606